যুগান্তর

তারিখ 31 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

কারিগরি শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ চাই

দেশে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সাধারণ ও পেশাগত শিক্ষা লাভের জন্য মোটামুটি ভাল পরিবেশ থাকলেও কারিগরি শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। অথচ, কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিতরাই দেশ-বিদেশে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এ দেশে সরকারি-বেসরকারি মিলে দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষা লাভের সুযোগ আছে। যেগুলো সাধারণত পলিটেকনিক, মনোটেকনিক, ডিটিআই, টেক্সটাইল ইত্যাদি ইন্সটিটিউট বলে পরিচিত। এখানে ডিপ্লোমা কোর্স, বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেড কোর্স ও সার্টিফিকেট কোর্স

চালু আছে। এছাড়া প্রতি উপজেলার দু'একটি শীর্ষস্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোকেশনাল ইউনিট খোলা হয়েছে, যেখান থেকে বিভিন্ন ট্রেডের ওপর হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের সার্টিফিকেট দেয়া হয়। এসব রকমারি ক্ষেত্র থেকে প্রতি বছর লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী কারিগরি শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু ওই সব প্রতিষ্ঠান থেকে তারা যে প্রশিক্ষণ পায়, তা দিয়ে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার এ যুগে দেশ-বিদেশের শিল্প ও কলকারখানায় নিয়োগ লাভের জন্য প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করেও বাস্তবক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারে না। কারণ, প্রতিষ্ঠানগত সীমিত সুযোগ-সুবিধা পেয়ে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে পুরাতন কিংবা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারিক ক্ষেত্রে থাকে বিস্তর ব্যবধান। ফলে, সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলে আধাদক্ষ বা দক্ষ টেকনিশিয়ান ও কারিগরের অভাব আর মেটে না। মোটকথা, কারিগরি শিক্ষা লাভের জন্য দেশে যে সব ইন্সটিটিউট বিদ্যমান, সেখানে বহুবিধ সমস্যার ভারে সুপ্রশিক্ষিত জনসম্পদ সৃষ্টি একেবারেই অসম্ভব। সর্বত্রই চলমান শিল্প-কারখানার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সচল মেশিনারিজ, প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি, অভিজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-প্রশিক্ষকের তীব্র সংকট। প্রশিক্ষণার্থীর তুলনায় যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা, অসঙ্গতিপূর্ণ মাদ্ধাতা ধাঁচের কারিকুলাম, পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিথিলতা, শিক্ষকে-শিক্ষকে দলাদলি ও কোন্দল, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি, ছাত্ররাজনীতির অস্থিরতা ইত্যাকার হাজারও অব্যবস্থায় আজ দেশের কারিগরি শিক্ষা সত্যিই ঝুঁকিপূর্ণ। জানা যায়, চলতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটে শিক্ষার জন্য সর্বাধিক বরাদ্দ এবং অগ্রাধিকার থাকা সত্ত্বেও কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে সব প্রকার কারিগরি ইন্সটিটিউটের শূন্য পদে প্রশিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েও অজ্ঞাত কারণে তা স্থগিত আছে। শিল্প-কারখানায় উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করতে হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জনশক্তিতে রূপদানের জন্য সুদূরপ্রসারি কারিগরি শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই নিতান্তই অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বাস্তবভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ওপর সরকারের নজর দেয়া আজ সময়ের দাবি। এমতাবস্থায় বিরাজমান সব সংকট ও অব্যবস্থার আশু বাস্তবমুখী সমাধান নির্ণয়পূর্বক কারিগরি শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও অর্থবহ করা হোক– সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলের নিকট এই আমার প্রত্যাশা।

একেএম মন্নান কবীর
দক্ষিণ শিয়ালকাঠি, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর